দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ২ ... ১৯৯৫

পৃষ্ঠা ১

কম্পিউটারে পরীক্ষার নির্ভুল ফল ॥ সকল মহলের সহযোগিতা প্রয়োজন

রেজানুর রহমান ॥ এসএসসি ও এইচএসসি-পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে এখনও কম্পিউটার-ভীতি কমে নাই। বিশেষ করিয়া দেশের বিভিন্ন বোর্ডের কয়েকশত পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র না পাওয়ার ঘটনায় কম্পিউটার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় কম্পিউটার-ভীতি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন কলেজের অভিযোগ, নির্ধারিত সময়ে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র বোর্ডে জমা দেওয়ার পরও (২য় পৃঃ দ্রঃ)

কম্পিউটারে

(১ম পৃঃ পর)

কম্পিউটার কেন্দ্রের জটিলতার কারণে অনেকে প্রবেশপত্র না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারে নাই। গত বছরও বোর্ডের কম্পিউটার ব্যবস্থা নিয়া বিভিন্ন অভিযোগ উঠিয়াছিল। এই ঘটনার রেশ কাটিতে না কাটিতেই পুনরায় নূতন করিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায়, বিশেষ করিয়া মেধাবী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কম্পিউটার ভীতি প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রবেশপত্র না পাওয়ার ঘটনায় কম্পিউটার কেন্দ্রকে দায়ী করিয়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হইলেও দেশের কোন বোর্ডের পক্ষ হইতেই এই ব্যাপারে কোন বক্তব্য প্রদান করা হয় নাই। তবে ইত্তেফাকের সহিত এক সাক্ষাৎকারে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান কম্পিউটার কেন্দ্রের সমন্বয়কারী প্রফেসর মফেজউদ্দিন আহমেদ, কমপিউটার ব্যবস্থা সম্পর্কে সকল অভিযোগকে ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়া বলিয়াছেন, "কম্পিউটারের ত্রুটি নয়, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের একশ্রেণীর কর্মকর্তা, কর্মচারীর অসচেতনতা, খামখেয়ালীর কারণে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে নানান সমস্যা দেখা দেয়। তিনি বলেন, কম্পিউটার ব্যবস্থায় বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের বিষয়টি সহজ হইয়া উঠিয়াছে। ৯০ দিনের মধ্যেই ১৯৯৫ সালের এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হইবে। আশা করা যায়, আগামী বছর ৭৫ হইতে ৮০ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা যাইবে।

প্রফেসর মফেজ উদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেন কম্পিউটার কেন্দ্রের জটিলতার কারণে পরীক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র পায় নাই এই অভিযোগ সত্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এজন্য সংশ্লিষ্ট স্কুল কলেজের কর্মকর্তারা দায়ী। তিনি বলেন, বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের (পরীক্ষার্থী) তালিকা চাওয়া হয়। প্রয়োজনে এই তথ্য ও নামের তালিকা সংশোধনের বাড়তি সময়ও দেওয়া হয়। অথচ অনেক স্কুল-কলেজ এই নিয়ম মানে না। এমন ঘটনাও ঘটে বোর্ডে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য নাম পাঠানো হইয়াছে একজনের। পরীক্ষার দিন ঘনাইয়া আসিলে বোর্ডে আসিয়া এই রেজিষ্ট্রেশন অন্য জনের নামে করানোর তদবীর শুরু হয়। কেহ কেহ এই সুযোগে কম্পিউটারকে দোষারোপ করিয়া বিভ্রান্তি ছড়াইতে থাকেন। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, কম্পিউটার পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সহিত পরীক্ষার্থী, পরীক্ষক, স্কুল কলেজের কর্মচারী-কর্মকর্তা, বোর্ডের কর্মচারী-কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট। সংশ্লিষ্ট সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই বিরাট দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। পরীক্ষার্থীদের খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় কম্পিউটার তথ্যের জন্য নির্দিষ্ট ঘরগুলি সচেতনভাবে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই খাতার যে অংশটি পরীক্ষকের পূরণ করার কথা সেই অংশে ত্রুটি থাকে। ফলে কম্পিউটার কেন্দ্রে তথ্য বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের বেলায় সেট-এর নাম উল্লেখ করা অতি জরুরী। পাশাপাশি দুই জন পরীক্ষার্থীকে একই সেট প্রদান করা হয় না। একজন ক সেট পাইলে অন্যজন পায় খ সেট। এমন ঘটনাও ঘটে পাশের বন্ধুর খাতা দেখিয়া কেউ হয়তো উত্তর লিখিয়াছে। বন্ধু সেটের নাম লিখিয়াছে ক কিন্তু অন্য বন্ধু তাড়াহুড়া করিতে গিয়া ক'এর স্থলে খ লিখিয়াছে। কম্পিউটার কেন্দ্রে আসিয়া এই খাতা বিভ্রাটের সৃষ্টি করে। ইতিপূর্বে এই ধরনের ঘটনা ঘটায় নৈর্ব্যক্তিক এবং রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বরের তারতম্য হইয়াছে।

উল্লেখ্য, ঢাকায় কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্র হইতে এখন ৪ বোর্ডের ফলাফল প্রস্তুত করা হয়। ধানমণ্ডিতে এই কেন্দ্র অবস্থিত। পদাধিকার বলে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান এই কেন্দ্রের নেতৃত্বে রহিয়াছেন। পরীক্ষায় প্রকাশিত ফলাফলের ক্ষেত্রে সন্দেহের সৃষ্টি হইলে খাতা 'পুনঃ নিরীক্ষণের' জন্য বোর্ডে নির্ধারিত ফি দিয়া আবেদন করার নিয়ম রহিয়াছে। তবে খাতা 'পুনঃ মূল্যায়নের' কোন সুযোগ নাই। অভিযোগকারী পরীক্ষার্থী মূলত দুইটি বিষয় জানিতে চাহে: প্রশ্নের জবাবে তাহার লেখায় যে নম্বর দেওয়া হইয়াছে তাহা যথার্থ হইয়াছে কিনা। দ্বিতীয়ত, তাহার নামে যে খাতায় নম্বর দেওয়া হইয়াছে সেই খাতা তাহার কিনা। বিষয় দুইটি যথার্থভাবে মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষার্থী কিংবা তাহার অভি[illegible] খাতা দেখার [illegible] নাই।